শয়তানের বিভিন্ন ফাঁদ

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় ১-৭পদ

আদিপুস্তকের প্রথম দুটি অধ্যায়ে, আমরা আমাদের বিভিন্ন অপরিচিত বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছি। প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে শূন্য থেকে সৃষ্টি, যা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। আবার, এই দুই অধ্যায়ে বর্ণিত পাপ ও দুঃখবর্জিত মানুষের জীবনকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে একইভাবে কঠিন। আবার লজ্জাবিহীন উলঙ্গতাকে আমরা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারিনা।

কিন্তু ৩ অধ্যায়ে মানুষের যে পাপে পতনের বর্ণনা করা হয়েছে, তা উপলব্ধি করতে আমাদের বেশি কষ্ট করতে হয় না। কারণ, পাপ বা প্রলোভনের সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত। আদমের অবাধ্যতার ফলে আজ সমগ্র মানবজাতির কাছে পাপ ও প্রলোভন নিষ্ঠুর বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। এইভাবে, মানবজাতির পাপে পতনের পিছনে ছিল শয়তান তথা দিয়াবলের প্রলোভন বা ফাঁদ। আজ আমরা আদি ৩.১-৭ পদ থেকে দেখব, শয়তান কীভাবে প্রথম মানুষকে ফাঁদে ফেলেছিল এবং আজও একইভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে আমাদের কীভাবে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে।

অবশ্য শয়তানের ফাঁদ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে, শয়তান কে, তা জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বর্তমানকালে, অধিকাংশ মানুষ শয়তানের অস্তিত্বকে বিশ্বাসই করে না; অথবা বিশ্বাস করলেও, তাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে না। অনেকেই তাকে "মানুষের কল্পনার আকার" বা "মন্দতার প্রতীক" বলে মনে করে। কিন্তু শয়তানের অস্তিত্বকে এইভাবে অস্বীকার করলে, আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে মানবজাতির পাপে পতনকে আমরা পৌরাণিক কাহিনী বা রূপকথার গল্প হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হই। এবং আদি ৩ অধ্যায়ের বর্ণনা যদি রূপকথার গল্প হয়, তাহলে বাইবেলের পরবর্তী বিষয়সমূহ (পাপের পরিণতি এবং সেই পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও কার্য) আমাদের কাছে কোন অর্থই বহন করতে পারে না। তাই, শয়তানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বাইবেলের সত্যতাকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

শয়তানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বাইবেল যদিও আমাদের বেশি কিছু বলে না, তথাপি সমগ্র বাইবেলে শয়তানের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং তাকে আমাদের শত্রু ও বিপদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যিহিষ্কেল ২৮ অধ্যায়, যিশাইয় ১৪ অধ্যায় এবং প্রকাশিত বাক্যের কয়েকটি স্থানে শয়তানের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামান্য কিছু অস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু শয়তানের বিচার ও বিনষ্টতা সম্বন্ধে বাইবেল পরিষ্কার বর্ণনা দেয়। এইভাবে শয়তানের উৎপত্তির পরিবর্তে পরিণতির কথা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করার কারণ, আমরা যত বেশি উৎপত্তির কথা জানব, পাপী মানুষ আমরা তত বেশি এই বিষয়ে আকর্ষিত হব, যা আমাদের ভালোর পরিবর্তে মন্দই করবে। যিহিষ্কেল ২৮ অধ্যায় থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, সে এমন আত্মগৌরবের চেষ্টা করেছিল, যা তাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিল, ফলস্বরূপ, সেই নিখুঁত স্বর্গদূত পাপে পতিত হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ১২.৯ পদে, শয়তানকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ***"এ সেই পুরাতন সর্প, যাকে দিয়াবল (অপবাদক বা কুৎসা রটনাকারী) এবং শয়তান (বিপক্ষ) বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়।***" আবার প্রকা ৯.১১ পদে শয়তানকে ***"বিনাশক"*** নামে অভিহিত করা হয়েছে। শয়তানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যীশুর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট --***"সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী ও তার পিতা"*** (যোহন ৮.৪৪)। অথাৎ প্রকৃতিগতভাবে, শয়তান নরঘাতক এবং মিথ্যাবাদী। কিন্তু তাকে উপলব্ধি করা খুব কঠিন, কারণ সে তার আকার পরিবর্তন করে আমাদের ভুলায়। ২ করিন্থীয় ১১.১৪ পদে শয়তান সম্বন্ধে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"শয়তান নিজে দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে।***" এইভাবে, ছদ্মবেশে শয়তান মিথ্যা লোভ দেখিয়ে

আমাদের প্রতারিত করে, পাপের পথে ঠেলে দেয় এবং শেষে আমাদের সম্পূর্ণ গ্রাস করে, "***তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাকে গ্রাস করবে, তার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে***"(১ পিতর ৫.৮)।

আজ আমরা মানবজাতির প্রথম পাপে পতনের পিছনে শয়তানের বিভিন্ন প্রলোভন বা ফাঁদগুলিকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব। যখন আমরা শয়তানের এই সমস্ত প্রলোভনগুলি উপলব্ধি করব, তখন আমরাও আমাদের বাস্তব জীবন-যাপনে আমাদের হৃদয় ও মনকে রক্ষা করতে পারব ---"***কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, পাছে সর্প যেমন নিজের ধূর্ততায় হবাকে প্রতারণা করেছিল, তেমনই তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধ তা থেকে ভ্রষ্ট হয়***" (২ করি ১১.৩)।

১। শয়তান ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সন্দেহ জন্মায়- প্রথমেই শয়তান ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি প্রশ্ন করে হবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, *"ঈশ্বর কি সত্যি বলেছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খেও না?"* যদিও সে ঈশ্বরের বাক্যকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু হবা ঈশ্বরের বাক্য সম্মন্ধে যা জানে, তা সত্যি কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছে। সে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি হবার মনে সন্দেহ তৈরী করতে পরামর্শ দিয়ে বলেছে, "ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে তুমি যা জান, বা তুমি যা চিন্তা করছ, তা কি ঠিক? তোমরা কি উচিৎ নয় ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা যাচাই করা!"

আজও শয়তান একইভাবে আমাদের মনে ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে সন্দেহ তৈরী করে চলেছে। জাগতিক সাময়িক সুখের লোভ দেখিয়ে শয়তান আমাদের ঈশ্বর-দত্ত অনন্ত সুখ থেকে বঞ্চি ত করতে চায়। এর জন্য সে আমাদের মনে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ফাঁক খুঁজতে প্ররোচনা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, অনেকের মনে শয়তান এমন চিন্তা দেয়, "যীশু যদি নিজে জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করে থাকেন, এবং তিনি নিজে দ্রাক্ষারস পান করে থাকেন, তাহলে দ্রাক্ষারস পান করতে আপত্তি কোথায়?" এমন চিন্তা তাদের দ্রাক্ষারসে মত্ততার পথে ঠেলে দেয়, যা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক জীবনকে ধংস করে। ঈশ্বরের বাক্যে ভুল খোঁজার চেষ্টা বন্ধ করুন।

২। শয়তান ঈশ্বরের বাক্যকে অস্বীকার করে- ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সন্দেহ জাগানোর উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। তাই, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সতর্কবাণী নারীর মুখ থেকে শোনার পর, শয়তান ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতাকে অস্বীকার করে বলেছে, "***কোন ক্রমে মরবে না***" (আদি ৩.৪)। এ কথা সত্য যে, মৃত্যুর আস্বাদ আদম ও হবার জানা ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট আদম ও হবার উচিৎ ছিল, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস রেখে তা পালন করা। কিন্তু তার পরিবর্তে, তারা শয়তানের মিথ্যাকে বিশ্বাস ও তা পালন করেছিল।

একইভাবে, আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে অস্বীকার করি, আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হব; কিন্তু যদি তা পালন করি, আমরা অনন্ত জীবন পাব (যিহোশূয় ১.৮)। ঈশ্বরের বাক্যে আছে জীবন, আমরা তার প্রতি মনোযোগ দেব। শয়তানের কথায় আছে মিথ্যা ও লোভ, যা আমাদের মৃত্যুপথে এগিয়ে দেয়।

৩। ঈশ্বরের সত্য বাক্যের পরিবর্তে শয়তান নিজের মিথ্যাকথাকে তুলে ধরে- হবার প্রতি শয়তানের তৃতীয় ফাঁদ ছিল, মিথ্যা লোভ দেখানো। ৫ পদে শয়তান হবাকে বলেছে, ***"তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হবে!"*** এখন, আদম ও হবা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ায়, ইতিমধ্যেই তারা ঈশ্বরের সদৃশ ছিল (১.২৬-২৭)। কিন্তু হবার সে উপলব্ধি না থাকায়, শয়তানের কথা হবার মনে "ঈশ্বর হবার" ইচ্ছাকেই প্রশ্রয় দিয়েছিল। বাস্তবিক, ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষায় প্রভাতি-তারা (লুসিফার) বা ঊষা-নন্দনও স্বর্গদূতের পদ থেকে পতিত হয়ে শয়তানে রূপান্তরিত হয়েছিল (যিশা ১৪.১২-১৪)। যদিও সে সৃষ্ট বিষয়, তবুও সে সৃষ্টিকর্তার ন্যায় আরাধনা ও সেবা পেতে চেয়েছিল (রোমীয় ১.২১, ২৫)।

মানুষের পাপে পতনের পর থেকে এই "ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা" মানুষের সভ্যতাকে প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি দেশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। যখনই আমরা মনে করি যে, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা আছে, তখনই আমরা ঈশ্বরের

কথা শোনা বন্ধ করি ও আমাদের জীবনে ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করি।

৪। শয়তান ঈশ্বরের বাক্য বিয়োগ করতে প্ররোচনা দেয়- শয়তান হবাকে ঈশ্বরের বাক্যকে হুবহু স্বীকার না করে, তার থেকে কিছু অংশ বাদ দিতে প্ররোচিত করেছিল। ৩.২ পদকে ২.১৬ পদের সঙ্গে তুলনা করলে এই বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে। নারী "স্বচ্ছন্দে" শব্দটিকে বাদ দিয়েছে। উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করতে ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন, কিন্তু শয়তান নারীর মনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মিয়েছে; তাই, তাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, চিন্তা বা অনুগ্রহের কথা নারীর আর মনে নেই। এখন তার মনে ঈশ্বরের বাকের প্রতি অসন্তোষ জন্মেছে। তাই, স্বচ্ছন্দে ভোজন করার কথাকে নারী বাদ দিয়েছে।

একইভাবে, আজকের দিনে রোমীয় ৬.২৩ পদে, "***পাপের বেতন মৃত্যুকেই***" স্মরণ করে মানুষ ঈশ্বরের নিষ্ঠুর বিচারের প্রতি আঙ্গুল দেখায়। এই পদের শেষাংশ, ***"কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান প্রভু যীশু খ্রীস্টে অনন্ত জীবন,"*** তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। মানুষ যখন শয়তানের মিথ্যায় বিশ্বাস করে, তখন সে একইভাবে, নিজের প্রয়োজনে ঈশ্বরের বাক্যের উপর কাঁচি চালায়।

৫। শয়তান ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে যোগ করতে প্ররোচনা দেয়- ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অসন্তোষ হবাকে নিজের ইচ্ছে মত ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে নিজের কথা যোগ করতে প্ররোচনা দিয়েছিল। ঈশ্বর তাদের সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করতে নিষেধ করেছিলেন, তিনি কখনও তাদের তা স্পর্শ করেতে নিষেধ করেননি। কিন্তু হবা সেই বৃক্ষের ফল স্পর্শ পর্যন্ত করতে নিষেধের কথা বলেছে (৩ পদ)। ঈশ্বরের বাক্য বা আজ্ঞাসকল দুর্বহ নয় (১ যোহন ৫.৩), কিন্তু শয়তান তা দুর্বহ করে দেখায়, যেন সে তার থেকে ভাল কোন মিথ্যা পথের সন্ধান দিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, আজকের দিনে আমরা আমাদের পাপপূর্ণ চিন্তায় ঈশ্বরের বাক্যের ভ্রান্ত ব্যখ্যা করতে আমাদের নিজেদের কথাকে ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে যোগ করি। এই কারণে, পরিবার বা সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে ভ্রান্ত শিক্ষা (পুরুষ প্রাধান্য বা নারী-অধিকার বা নারীবাদ) প্রসার পেয়েছে (ইফি ৫)।

৬। শয়তান ঈশ্বরের বাক্যের পরিবর্তন করতে প্ররোচনা দেয়- আদি ২.১৭ পদে ঈশ্বর বলেছিলেন, "***সেই দিন মরিবেই মরিবে।***" কিন্তু ৩.৩ পদে নারী বলেছে, "*করিলে মরিবে।*" অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবাধ্যতার শাস্তিকে অনেক লাঘব করা হয়েছে। খ্রীস্ট বিশ্বাসী বলে পরিচয় দিয়েও ঈশ্বরের বাক্যকে ইচ্ছেমত পরিবর্তিত করেছে, এমন অনেক গোষ্ঠী আমাদের চোখে পড়ে। এদের মধ্যে যিহোবার সাক্ষী বা *'Jehovas Witness'* নামক একটি ডিনোমিনেশান বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এরা বাইবেলে যেখানে যীশুকে ঈশ্বর বা প্রভু বলা হয়েছে, সেখানেই পরিবর্তন করেছে। উদা- যোহন ১.১ পদে, তারা এমন অনুবাদ করেছে, " . . . এবং বাক্য এক ঈশ্বর (দেবতা) ছিল।

আমরাও অনেক সময় পরিবেশ বা পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে আমাদের কথাকে যোগ, বিয়োগ বা পরিবর্তন করি। এ সবই শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অসন্তোষের ফল। আমরা ২ বিবরণ ৪.২; ১২.৩২; প্রকা ২২.১৯ পদের সতর্কবাণী সর্বদা মনে রাখব।

ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা সত্যের দ্বারা সাধন করেন, কিন্তু শয়তান মিথ্যার দ্বারা তার ইচ্ছা পূরণ করে। যখন আমরা ঈশ্বরের সত্যে বিশ্বাস করি, তখন ঈশ্বারের আত্মা শক্তির সঙ্গে আমাদের জীবনে কাজ করেন। কিন্তু শয়তানের মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস আমাদের জীবনে শয়তানের আধিপত্যকে বাড়িয়ে দেয়। ঈশ্বরের সত্য বাক্যে বিশ্বাস নিয়ে আসে জয়; কিন্তু শয়তানের মিথ্যা নিয়ে আসে বিনষ্টতা। যীশু বলেন, **"আমিই পথ ও সত্য ও জীবন"**(যোহন ১৪.৬)।